

এক কল্পের নীচে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



মাঝে মাঝে রাতিরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হঠাৎ ঝগড়া শুরু হবে, এ তো অতি স্বাভাবিক ব্যাপার বিয়ের প্রথম দু'বছর বাদ, সে তো একটানা পিকনিক। তারপর যদি একটি-দুটি সন্তান জন্মায়, তখন স্ত্রী তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে কয়েক বছর। বাচ্চারা এই পৃথিবীতে জ্বর দখল করতে আসে, তাদের দাবিও থাকে অনেকরকম। ইংরিজিতে দাম্পত্য জীবনের সেভেন ইয়ার ইচ বলে একটা কথা আছে। তা নিয়ে একটা চমৎকার ফিল্মও হয়েছিল রূপসী-মোহিনী মেরিলিন মনরো-কে নিয়ে। বাংলায় বলা যায় এক দশকের গাঁট, সেটা পেরুলে স্বামী-স্ত্রীর জীবনটা হয়ে যায় নদীর মতন, কখনো প্রবল বর্ষায় খরস্রোতা, কখনো শীতকালের শীর্ণ, নিরুন্মত চেহারা।

কখনো ঝগড়া হয় না, সব সময় স্বামী আর স্ত্রীর হাসি হাসি মুখ, পরস্পরের মন জেগানো কথা, সে জীবন খুবই কৃত্রিম। আর সন্দেহজনক।

ঝগড়া তো হবেই। তবে ঝগড়া অনেক রকম। বেশির ভাগ ঝগড়াতেই আশ্বিন থাকে না। আলেয়ার মতন হঠাৎ হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠে, আবার সকাল হতে না হতেই মিলিয়ে যায়। আশ্বিন-জ্বলা ঝগড়ায় অনেক সংসার পুড়ে যায়। এ গল্প তাদের নিয়ে নয়।

অরূপ আর বিশাখার মাঝে মাঝে আলেয়া-ঝগড়া হয়। সব সময় নিজেদের বাড়িতেই। অন্য কোথাও বেড়াতে গেলে তারা সামলে সামলে থাকে, বিশেষত কোথাও বন্ধু-বান্ধবের কাছে অতিথি হয়ে থাকলে বড় জোর একটু আধটু কথা কাটাকাটি পর্যন্ত চলতে পারে, তাছাড়া একেবারে আদর্শ দম্পতির ছবি।

তবু একবার একটু বেশি ঝগড়াই হয়ে গেল।

আগে তার একটু পটভূমিকা দেওয়া দরকার।

অরুপের বন্ধু অগ্নিভ থাকে শিলচরে, ঠিক শহরে নয়, অদূরের চা-বাগানে। অনেকবার সে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, ঠিক সুযোগ হয়ে ওঠেনি, এবারে অরুপের অফিসের কাজে মণিপুর যেতেই হল। সুতরাং অতিরিক্ত কয়েকটা দিন বন্ধুর সঙ্গে কাটিয়ে আসা যেতেই পারে। বিশাখা কলেজে পড়ায়, তারও এখন ছুটি, ওদের ছেলে পড়ে নরেন্দ্রপুরে, সে হস্টেলে থাকবে।

অগ্নিভ চা-বাগানের ম্যানেজার, তার অতি চমৎকার বাংলো, দু'তিনখানা গাড়ি ব্যবহার করতে পারে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা দারুণ, অগ্নিভ'র স্ত্রী রীতার স্বভাবটাই হাসি-খুশি, খুব ভালো গানও গায়। সুতরাং চারজনে মিলে বেড়ানো, আড্ডা, খাদ্য-পানীয়ের সদ ব্যবহারেই ছুটির কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার কথা। এর মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটির তো প্রশ্নই ওঠার কথা নয়। তবু এক রাতে দরজা বন্ধ ঘরের মধ্যে দপ করে জ্বলে উঠলো আলোয়া। এ আলোয়াতে বেশ আঁচও আছে।

ঝগড়ার উপলক্ষ একটি কল্প।

দ্বিতীয় দিনে অগ্নিভ কাছাকাছি চা-বাগানের কয়েকজন বন্ধুকে নেমস্ত্র করছিল সন্ধেবেলা। আরও তিনটি দম্পতি। সবাই উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ চাকুরে এবং উচ্চ বংশের মানুষ। কাবাব ও মাছভাজা সহযোগে প্রিমিয়াম স্কচ, চিতাবাঘ শিকারের গল্প (আসলে লিপার্ড), গাল ও হাসি-ঠাট্টায় কেটে গেল কয়েক ঘন্টা, তারপর ডিনার। এসব জায়গায় এরকমই হয়ে থাকে।

অগ্নিভ আর রীতার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সওকত আর রোশেনারা। চেহারার দিক থেকে অন্তত এমন মানানসই স্বামী-স্ত্রী খুব কমই দেখা যায়। সওকত যেমন সুপুরুষ, রোশেনারা তেমনই রূপসী। যেন সিনেমার নারী-পুরুষ। বস্তৃত চলচ্চিত্রের নায়ক নায়িকা না হয়ে ওরা দু'জন কেন চা-বাগানের নিস্তরঙ্গ জীবনে দিন কাটাচ্ছে, তা বোঝা শক্ত।

রোশেনারা বসে ছিল অরুপের পাশে। কেউ পাশে বসলে তার সঙ্গে একটু বেশি কথা বলা হয়েই যায়। আবার খানিকটা অস্বস্তিও বোধ করছিল অরুপ, এখন তিলোত্তমার মতন এক নারী তার সঙ্গে বেশি গল্প করছে, এতে অন্য পুরুষদের হিংসে হচ্ছে না তো? বিশাখা কি কিছু মনে করছে? অরুপ তো ইচ্ছে করে রোশেনারার পাশে বসেনি। একটি সুন্দরী মেয়ে পাশে বসলে উঠে যাওয়াটাও তো চরম অভদ্রতা!

সওকত ঘুরে ঘুরে গল্প করছে সকলের সঙ্গে, বিশাখার সঙ্গেও কী নিয়ে যেন আলোচনা করলো খানিকক্ষণ। অরুপ এক জায়গাতেই বসে থাকে, সেটাই তার স্বভাব। রোশেনারা একবার উঠে গেল, কী যেন কাজের কথা বললো রীতার সঙ্গে, আবার ফিরে এলো অরুপের পাশে। অনেক চেয়ার ও সোফা খালি রয়েছে, রোশেনারা তো অন্য কারুর পাশে বসলেও পারতো, তবু সে কেন আগের জায়গাতেই ফিরে এলো, তা অরুপ কী করে জানবে? মেয়েটির কিম্বদন্তি তার রূপের জন্য একটুও গর্বের ভাব নেই, ন্যাকামিও নেই, যৌন ইঙ্গিতও ছড়ায় না, সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়ে সহজভাবে কথা

বলে।

রোশেনারা গানও জানে। একটি নজরুল গীতি গাইতে গাইতে সে কথা ভুলে গিয়েছিল মাঝপথে। অরুপের অনেক গান মুখস্থ থাকে, বিশাখা যখন গায়, অনেক সময় অরুপ কথা জুগিয়ে দেয়, সেই অভ্যেসে সে রোশেনারাকে 'কাবেরী নদী জলে কে গো' গানটির দ্বিতীয় স্তবকের বাণী ধরিয়ে দিল, তখন অন্যরা বললো, আপনিও গান না ওর সঙ্গে, রোশেনারাও মিনতি করলো চোখের ইঙ্গিতে।

দু'জনে শেষ করলো গানটা। ডুয়েট।

অরুপ রোশেনারার সঙ্গে সুর মিলিয়েছে, গলা মিলিয়েছে, কিন্তু সে একবারও রোশেনারার হাতও স্পর্শ করেনি।

কিছুটা মদ্যপানের পর অন্য মেয়েদের একটু গা ছুঁয়ে কথা বলার বোঁক থাকে পুরুষদের, অরুপ কিন্তু নিজেকে সামলে রেখেছে। মাঝে মাঝেই তার চোখাচোখি হচ্ছিল বিশাখার সঙ্গে, বিশাখা অবশ্য কোনোরকম রাগের ভাব দেখায়নি। অরুপের মনে হলো, তার বউও এখানে বেশ সুন্দর আছে।

ডিনারের পর বিদায় নেবার পালাতেও কিছু সময় কেটে যায়। গাড়িতে ওঠার আগেও থেকে যায় গল্পের রেশ। সবাই দাঁড়িয়েছে বাইরের চাতালে। এখানে উজ্জ্বল আলো থাকলেও একটু দূরেই মিশমিশে অন্ধকার। বেশ শীত পড়েছে। দূরে ডাকছে একটা রাত পাখি।

অধিতির চলে যাবার পরেই বিশাখা বললো, আমার খুব ঘুম পেয়ে গেছে, আমি শুতে যাচ্ছি।

অরুপ আর অগ্নিভ একটুখানি কনিয়াক নিয়ে আরও বসলো খানিকক্ষণ। অরুপেরই চোখ ঢুলে এল আগে।

ওদের শুতে দেওয়া হয়েছে ডানদিকের একটি কোণের ঘরে। সে ঘরটি খুবই প্রশস্ত, সংলগ্ন বাথরুমটিই বৈঠকখানার মতন বড়। জানলা খুললেই দেখা যায় বাগান, দূরে পাহাড়ের পটভূমিকা। পাহাড়ের চূড়ায় একটা মন্দিরের আলো জ্বলে।

ঘরের মধ্যে একটা আবছা নীল আলো জ্বলেছে। কক্ষলে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে বিশাখা, সম্ভবত ঘুমন্ত। পা টিপে টিপে এসে, শব্দ না করে পোশাক বদলে ফেললো অরুপ, বাথরুম ঘুরে এসে শুয়ে পড়লো। কলকাতায় ঘুমের আগে কিছু না কিছু বই পড়া অভ্যেস, এখানে বিছানার পাশে আলো নেই। রাতও হয়েছে অনেক।

রাত পাখিটার ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লো অরুপ।

কতক্ষণ পর কে জানে। কীসের যেন শব্দে ঘুম ভেঙে গেল অরুপের। কেউ কি কাঁদছে? কোনো নারীর আর্ত বিলাপ?

নাকি এটা স্বপ্ন ?

চোখ মেলে দেখলো, বিছানার অন্য পাশে হাঁটুতে থুতনি দিয়ে বসে আছে বিশাখা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আপন মনে কী যেন বলছে !

ব্যস্ত হয়ে অরূপ জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে, মগি ? পেট ব্যাথা করছে।

বিশাখা কোনো উত্তর দিল না।

অরূপ গড়িয়ে কাছে এসে বিশাখার একটা হাত ধরে আন্তরিক উদ্বেগের সঙ্গে বললো, কী হয়েছে, কিছু কষ্ট হচ্ছে ?

হাত ছড়িয়ে নিয়ে তীব্র গলায় বিশাখা বললো, যাই হোক না, তাতে তোমার কী আসে যায় ? আমি মরে গেলেও তো তুমি খুশি হবে !

অরূপ একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলো। প্রত্যেকবার বাগড়ার সূত্রপাত ঠিক এইভাবেই হয়। বিশাখা নিশ্চিত জানে, এই কথাগুলো অরূপের বুকে বিষের তীরের মতন বিঁধবে। মানুষ যে দোষ করে না, সেই দোষের অভিযোগ দিলে সবচেয়ে বেশি আহত হয়। বিশাখার মৃত্যু হলে কেন খুশি হবে অরূপ, সে কি অতটাই খারাপ লোক ? বিশাখার বিরুদ্ধে তার তো তেমন কোনো অভিযোগ নেই। বিশাখাকে এখনও সে ভালোবাসে, হয়তো নতুন প্রেমিকার মতন নয়, কিন্তু স্ত্রী হিসেবে, তার সন্তানের জননী হিসেবে, তার জীবন সঙ্গিনী হিসেবে।

অরূপ আহত হলেও সংযত গলায় বললো, মরে যাবে কেন ? কী অসুবিধে হচ্ছে, সেটা বলো !

বিশাখা বললো, তোমার জানার দরকার নেই। তুমি মদ খেয়ে মাতাল হবে, তারপর ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবে, তাই ঘুমোও।

এটাও আর একটা বিষের তীর। অরূপ নিয়মিত মদ্যপান করে বটে, কিন্তু বিশাখা ছাড়া তাকে আর কেউ মাতাল বলে না। সবাই বলে, অরূপকে কখনো বেচাল হতে দেখা যায় না ! তাতে অরূপ গর্ব অনুভব করে। মাতাল শব্দটি সে অপছন্দ করে। এক একদিন হয়তো মাত্রা একটু বেশি হয়ে যায়। শরীর কিছুটা দোলে, কথা বলে উচ্চকণ্ঠে কিন্তু সে কারুর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করে না, নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি হারায় না, গালমন্দও করে না। মেজাজ ফুরফুরে হয়। তারপর তো সকলেই ঘুমোয়। কে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়, কে নিঃশব্দে, তা কে জানে ? অরূপের নাক-ডাকা সম্পর্কে বিশাখা কখনো তেমন অভিযোগ জানায়নি। আজকাল বিশাখাও পিচ পিচ করে নাক ডাকে, ঘুম না এলে অরূপ তা শুনতে পায়। কিন্তু একবারও সে কথা বলেনি বিশাখাকে।

অরূপ বললো, আমি মোটেই মাতাল হইনি ? তুমিও তো আজ দিব্যি জিন খাচ্ছিলে দেখলাম। দু'বার না তিনবার নিলে ?

বিশাখা কণ্ঠস্বরে অনেকখানি ঝাল মিশিয়ে বললো, তুমি দেখছিলে ? আমার দিকে দেখার তোমার সময় ছিল ? তুমি তো একজন সুন্দরীকে নিয়েই মস্ত হয়ে ছিলে !

অরুপের মনে মনে এই আশঙ্কাই ছিল। রোশেনারা। সে কেন অরুপের পাশে বসেছিল সারাক্ষণ, তার জন্য তো অরুপ দায়ী নয় ! সে তো মহিলাকে ডাকেনি, টানাটানিও করেনি।

এবার কি একটু ঝাঁঝ এসে গেল অরুপের গলাতেও ? সে বললো, মস্ত হয়েছিলাম মানে ? একজন পাশে বসলে, কথা বলবো না ?

বিশাখা বললো, শুধু কথা ? চোখ সরাতেই পারছিলো না ? তারপর হিন্দি সিনেমার নায়কের মতন মাঝপথে গান জুড়লো !

এরপর কথার পিঠে গরম গরম কথা। চাপা গলায় ঝগড়া।

এক সময় অরুপ আবার বিশাখার হাত ধরে বললো, এত রাত্তিরে এইসব কথা বলে কোনো লাভ আছে ? শুধু শুধু ঘুম নষ্ট। শুয়ে পড়ো। কাল সকালে কথা হবে।

বিশাখা বললো, তুমি ঘুমোচ্ছিলে, ঘুমোও না। কে বারণ করেছে ; আমি একটুও ঘুমোতে পারিনি এতক্ষণ। তুমি নেশার ঝোঁকে কন্সলটা টেনে নিচ্ছিলে বারবার। ওঃ, আমার ইচ্ছে করছে, এফুনি কোথাও চলে যেতে, এরকম বিছানায় কেউ শুতে পারে। শীতে কাঁপছি ! কাল সকাল হলেই আমি কলকাতায় ফিরে যাবো। তুমি থাকো এখানে, সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে ফস্টিনস্টি করো, আমি এখন দেখতে খারাপ হয়ে গেছি --

অরুপ বললো, মণি প্লিজ, প্লিজ। তুমি মোটেই দেখতে খারাপ হওনি। আমি তোমাকে আগের মতনই ভালোবাসি !

বিশাখা বললো, বাজে কথা বলো না। সব পুরুষরাই স্বার্থপর। কন্সল টেনে নিয়ে নিজে ঘুমোচ্ছে, কার স্বপ্ন দেখছে, এদিকে আমি ...

আসল সমস্যাটা কি তা হলে কন্সল নিয়ে ?

এ কন্সলটা খুবই অভিনব। খাটটাই মস্ত বড়, অন্তত তিন-চারজন শুতে পারে। চারখানা মাথার বালিশ, দু'খানা পাশ বালিশ, কিন্তু কন্সল একটি মাত্র। এত বড় কন্সল দেখাই যায় না। এবং মখমলের কভার, ভেতরে যে উল আছে তা বোঝাই যায় না, ভারি নরম আর আরামের। এ কন্সলের নীচে অন্তত চারজন শুতে পারে।

চা বাগানের বাংলায় নিশ্চয়ই আরও অনেক কন্ডল আছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর জন্য যে এই একটি মাত্র কন্ডল দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চয়ই এই কন্ডলটার বৈশিষ্ট্যের জন্যই।

মধ্য রাত্তির বিবাদ এক সময় থেমে যাবেই। স্বামী আর স্ত্রী দু'দিকে ফিরে শোবে, এক সময় ঘুমিয়েও পড়বে।

কিন্তু অরুপের আর ঘুম আসে না।

মাতাল হওয়ার অভিযোগ তাকে কষ্ট দিয়েছে। একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে মেতে উঠে নিজের স্ত্রীকে অবহেলা করার অভিযোগ সে মানতে পারেনি। অবশ্য এরকম অভিযোগ সে আগেও কয়েকবার শুনেছে প্রকারান্তরে।

সবচেয়ে বেশি আঘাত সে পেয়েছে স্বার্থপরতার কথা শুনে। সে স্বার্থপর? স্ত্রীকে শীতের কষ্ট দিয়ে সে একা কন্ডল উপভোগে করেছে? অরুপের মতন পুরুষেরা নিজের স্ত্রীর কাছেও শিভলরাস থাকতে চায়। নিজে কন্ডল গায়ে না দিয়েও ছড়িয়ে দিতে চায় বিশাখাকে।

এক একজন পুরুষের শোয়াটা বেশ অঙ্কুরিত ধরনের হয়। ঘুমের মধ্যে তারা সারা বিছানা ঘুরে বেড়ায়। পাশের লোকের গায়ে পা তুলে দেয়। বিয়ের আগে অরুপের এই দোষ খুবই ছিল। এখন শুধরে গেছে, বিশাখা কখনো অরুপের শোওয়া নিয়ে দোষ দেয়নি। কিন্তু কন্ডল টেনে নেওয়া? কলকাতায় দু'জনের জন্য আলাদা কন্ডল থাকে। বিয়ের পরে প্রথম দিকে দু'জনের আলাদা কন্ডল, ছুঁড়ে ফেলে দিত ইচ্ছা করে। ইদানীং দু'জনে যখন শুতে যায়, মাঝে মাঝে শরীর নিয়ে মন্ততার পর, ঘুমোয় আলাদা আলাদা কন্ডলে। শরীর-সুখের পর ঘুমের সুখ আরও বেশি। আলাদা কন্ডলে ঘুমের সুখ অবধারিত।

ইদানীং শরীর নিয়ে মন্ততার রাত্রি ক্রমশ কমছে, বাড়ছে ঘুমের সুখের ব্যকুলতা। ঘুম বিঘ্নিত হলে বিশাখার খুবই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হয়তো সব মেয়েরই হয়।

এখন বিশাখার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ কন্ডল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বাগড়ার পর বিজয়িনী হয়ে ঘুমিয়েও পড়েছে বিশাখা, শুধু জেগে থেকে ছটফট করছে অরুপ।

এ জাগরণ অন্যান্যরকম।

আমরা অনেক সময় ভাবি, সারারাত খুম আসছে না। আসলে, পুরোপুরি জাগ্রত থাকার বদলে এ এক ধরনের আধো-ঘুম। পাতলা পাতলা স্বপ্নের মধ্যে কেটে যায় সময়।

অরুপও আধা জাগ্রত অবস্থার মধ্যে অনবরত ভেবে যেতে থাকলো একটাই কথা। সে স্বার্থপর? সে বিশাখার কাছ থেকে এত বড় কন্ডলের অনেকটা কেড়ে নিয়ে নিজে ঘুমিয়েছে? বিশাখার অভিযোগ হয়তো পুরোপুরি মিথ্যে নয়, সে কি অন্যদিনের তুলনায় আজ বেশি মদ্যপান করে ফেলেছে। রূপসী রোশেনারা পাশে ছিল বলেই তার শরীর বেশি

চনমনে হয় গিয়েছিল। এত বড় কক্ষল, তবু ঘুমের ঘোরে সে বিশাখার গা থেকে টেনে নিয়েছিল অনেকখানি ? হতেও তো পারে।

আধো ঘুমের মধ্যে অনুতপ্ত বোধ করলো অরুপ। বিশাখাকে তার আরও ভালোবাসতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু এ রকম বাগড়ার পর হঠাৎ ভালোবাসার কথা ঠিক বিশ্বাসযোগ্যও মনে হয় না। মনে হয় যেন মন-জোগানো কথা।

হঠাৎ একটা যুক্তি মাথায় এসে গেল অরুপের।

হতে পারে সে আজ একটু বেশি মদ্যপান করে ফেলেছে। হতে পারে, নেশাগ্রস্ত ঘুমের ঘোরে সে বিশাখার গা থেকে কক্ষল টেনে নিয়েছে। কিন্তু তার তো একটা সহজ সমাধানও ছিল। বিশাখা কেন তার দিকে সরে এলো না ? বিশাখা যদি তাকে জড়িয়ে ধরতো, তা হলে তো দু'জনের জন্যই প্রচুর কক্ষল থাকতো ? কেন এলো না বিশাখা ? সে তো বিশাখার শত্রু নয় ! শীত করলে বিশাখা তাকে জড়িয়ে ধরবে না কেন ?

এক্ষুনি বিশাখাকে জাগিয়ে এই যুক্তিটা কি শোনানো যায় ? কী উত্তর দেবে সে ?

কিন্তু বিশাখা এখন দিব্যি ঘুমোচ্ছে। এখন তাকে জাগাবার প্রশ্নই ওঠে না।

অরুপের আধো-ঘুমের স্বপ্নটা ক্রমশ অন্য রূপ নিতে লাগলো। সে দেখলো, একটা বিশাল কক্ষল, শত শত মাইল লম্বা, তার নিচে অনেক মানুষ। এরা কারা ? এরা সারা দেশের মানুষ। এক কক্ষলের নিচে শুয়ে আছে। কখনো কক্ষলটা সরে গেলে সবাই কাছাকাছি এসে জড়া জড়ি করছে। হাসছে, গোখা'ল্যাভ, কামতাপুরি, সুন্দরবনের মানুষ। কক্ষলটা এক দিক থেকে অন্য দিকে বেশি করে গেলে সবাই হাসাহাসি করে ঠিক করে নিচ্ছে।

শেষ রাতের স্বপ্ন হঠাৎ তো থেমে যায় না, চলতেই থাকে। যারা এরকম স্বপ্ন দেখে, তারা জানে, অন্যমনস্ক হয় ঘুমোবার চেষ্টা করলেও স্বপ্নটা চলতেই থাকে। অরুপ দেখতে লাগলো, সারা আকাশ জুড়ে উড়ছে একটা কক্ষল। রং বদলাচ্ছে, তবু, প্রধানত নীল রঙের।

তারপর অরুপ দেখলো, সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে একটা নীল রঙের কক্ষল, আকাশের বদলে, সেই কক্ষলের নীচে পৃথিবীর সব মানুষ। আকাশের সেই কক্ষল নিয়ে টানাটানি চলছে, আবার ঠিকঠাক করে নিয়ে খলখল করে হাসছে সব মানুষ, কালো, শাদা, খয়েরি রঙের মানুষ, বাগড়া হচ্ছে, আবার মিটেও যাচ্ছে। মানুষ কাছাকাছি এলেই বাগড়া মিটে যায়, দূরত্বই যত গড়গোলের মূল।

আধো-ঘুমস্ত অরুপের ঠোঁটে ফুটে উঠছে হাসি, সে পৃথিবীর কী দারুণ একটা সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে আজ। আকাশটাকে সমগ্র মানুষ জাতির একটা কক্ষল বলে ধরে নিলেই তো হয়। আর কক্ষনো বাগড়া হবে না।

সকালে যখন অরুপের ঘুম ভাঙলো, তখনও বিশাখা ঘুমন্ত, নিজের অজ্ঞাতেই সে জড়িয়ে আছে অরুপকে। শরীরে শরীর, বুকে বুক। অতবড় কষ্টটা পড়ে আছে খাটের নীচে।

.....